একটি সফল আত্মহত্যার বৃত্তান্ত
জাহেদ সরওয়ার

এরকম মাঝে মাঝে মনে হত তার। হাত পা গুলোর ভেতর একটা অস্ফুট অথচ তীব্র যন্ত্রনা অনুভূত হতো। মনে হয় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। যেন সমস্ত পৃথিবীতে এতটুকু অক্সিজেন আর অবশিষ্ট নেই। তার মনে হল শরীরের পোশাকগুলো তার শরীরে বোঝা হয়ে আছে। যদিও এখন শীতের অপরাহ্ন তবু তার শরীরে ঘাম হয়। একটা সুতোও সে আর শরীরে অবশিষ্ট রাখতে পারেনা। শার্ট প্যান্ট খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল যেদিকে ইচ্ছা। হাসফাস করতে থাকে। সে উন্মত্বের মত ছুটে যায় ঘরের বন্ধ দরজা জানালাগুলোর দিকে। হাট করে খুলে দেয়। পুর্নগতিতে ছেড়ে দেয় বৈদ্যুতিক পাখা। মুখ নাক চোখ যতটুকু প্রসারিত করা যায় ততটুকু প্রসারিত করে। জোরে জোরে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে থাকে। তখন তার কাছে সবকিছুর গৌনতা অনুভুত হয় আর সে ভাবছিল বেঁচে থাকা আগে। হাঁ মানুষকে আগে বেঁচে থাকতে হয়। তবু তার মনে হচ্ছিল এই অনুভূতিটা যেন মৃতুর আগেই একমাত্র মানুষ অনুভব করতে পারে। কাছের বন্ধু বান্ধবের মুখ গুলো মনে পড়ছিল তার। যেন ওগুলো তাকে ভেংগাচ্ছিল আর সে চিৎকার করে গালাগাল করছিল তাদের। আহ এক অস্ফুট চীৎকার করে সে মাথার চুল ছিড়ঁতে লাগল আর দড়াম করে সে মেঝেতে পড়ে গেল আর হাত পা ছুঁড়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। তারপর এক সময় অতিশ্রমে স্নায়ুগুলো ক্লান্ত হলে ঘুম এসে সহজে তাকে বুকে টেনে নেয়। সুদীর্ঘ সময় ধরে সে ঘুমের গহীনে তলিয়ে যেতে থাকে। এমন সময় তাকে দেখলে অনন্তকাল ধরে ঘুমন্ত শাদা শিশুদের মত মনে হয়। একসময় ঘাড়ে অথবা পিঠে ব্যথা দিয়ে ঘুম যখন চলে যেতে থাকে। ধীরে ধীরে তার আড়স্থ চোখ খুলে যায় তখন একধরনের স্নেহার্দ কামনা অন্য কারো কণ্ঠস্বর আহ্বান করে তার ভেতরে। কেউ মিষ্টি করে তার নাম ধরে ডাকবে অথবা তাকে কোমল হাতে ধরে বসিয়ে দেবে। মস্তিস্কের স্মৃতিপট একধরনের পুরোনো নরোম হাতের স্পর্শ তার কাছে হাজির করে। সে তার মাথায় কপালে আঙ্গুল, হাতের গোড়ালী ও চুড়ির স্পর্শ অনুভব করে। কল্পনা অথবা স্মৃতি আর স্বচ্ছ হয়না কালো পাড় দেয়া একটা সবুজ কালো গ্রামীন চেকের শাড়ীর আঁচল তার কপালে নাকে স্পর্শ দেয়। স্মৃতি অথবা কল্পনার প্রতি সে খুব মনোযোগ দেয়, ঘ্রান নিতে চেষ্টা করে আর স্পর্শগুলো পালাতে থাকে। নীরবে তার অর্ধ নিমিলিত চোখের কোনা দিয়ে অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ে। মনে হয় একটা খুব বড় শিলাখন্ড চেপে বসে আছে তার বুকে। মস্তিস্ক হালকা হতে থাকে বেলাশেষের একধরনের ধ্বংসানন্দ তাকে আত্মহত্যার জন্য প্রলুব্ধ করে যন্ত্রনাময় প্রশান্তি আনে। ফোনটা ক্রিং ক্রিং বেজে উঠতেই তার সম্পুর্ন চেতনা ফিরে এলো। সে শোয়া অবস্থায় টেবিলে রাখা মোবাইলটার দিকে তাকায়। সেটা বেজে বেজে থেমে যায়। জানালায় পাশের ফ্লাটের আলো এসে পড়ায় সে বুঝতে পারে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সে ধীরে ধীরে পা জোড়া সোজা করে বসে। চোখের চারিদিকে কেমন যেন ভার হয়ে আছে। বসা থেকে উঠে সে মোবাইলটা হাতে নেয়। কেমন অচেনা আর কুৎসিত মনে হল। একটা প্লাষ্টিক আর ইস্পাতের যৌথ গন্ধ নাকে এসে লাগল। তার ঘেন্না করে উঠে। সে মোবাইলটা খোলা জানালা দিয়ে ফেলে দেয় আর বাথরুমে ঢুকে। আলো জ্বালে। বেসিনের সামনে আয়নায় নিজের দিকে তাকায়। নিজেকে তার অচেনা মনে হয় একদিনেই যেন অনেকখানি দাঁড়ি গজিয়েছে তার গালে। সে তাড়াতাড়ি রেজারটা ঠিক করে গালে বসায়। দাড়িগুলো শক্ত মনে হল খুব। নিজেকে খুব অসহায় মনে হল তার। তাড়াতাড়ি এলোমেলো রেজার চালিয়ে কোনোপ্রকার দাঁড়িকাটা শেষ করে। দু একটা জায়গা কেটে গিয়ে ক্ষিরের মত রক্ত বেরুতে লাগল। তার তখন মনে হল আজকে সে অফিসে যায়নি। মনে হতেই সে বাথরুম থেকে বেরিয়ে ওয়ারড্রোব থেকে হলুদ শার্ট আর কালো প্যান্ট বের করে পরে নিল। একটা কালো টাই পড়তে গিয়ে মনে হল বার বার টাইটা যেন গলায় ফাঁসের মত বসে যাচ্ছে। টাইটা সে একবার খুলে দিল। তাড়াতাড়ি ব্যাস্ত ভাবে অফিসে যেতে দরজা খুলে আবার মনে পড়ল এখন সন্ধ্যা। নিজের প্রতি একটা বিশ্বাস হারানোর হতাশা সে অনুভব করলো। সমস্ত আলো সে নিভিয়ে দিল ধীরে ধীরে। টেবিলের একটা ড্রয়ার খুলে সে একটা মোমবাতি খুঁজে বার করলো, তাতে আগুন জ্বালল। মোমের আলোয় কেমন এক পিয়ানো অন্ধকার তার মনে ত্রস্থ অজগরের চলে যাওয়ার মত সুর তুলল। মোমবাতিটা ড্রেসিং টেবিলে রেখে তার সামনে একটা চেয়ার টেনে সে বসল। মোমবাতি নীচের দিকে থাকায় মুখের ওপর একটা বিষন্ন অন্ধকার চেপে বসল চোখ দুটো দেখাচ্ছিল দুটো গর্তের মত। সে এবার মোমবাতিটা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার ওপর রেখে দিল। এবার মোমবাতিটা ওপরের দিকে থাকায় ওপর থেকে আলো পড়ায় তার চুলের ছায়া নাকে আর নাকের ছায়া ঠোঁটে আর ঠোঁটের ছায়া আরো নীচের দিকে চলে এল। সে কেমন যেন ক্লান্ত বোধ করতে লাগল। বিভৎস মুখের দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে বলল -ইশ্বর আমি শয়তানের মত হয়ে গেছি। সে আবার ভাল করে তার চেহারার দিকে তাকাল। মুখে এখনো রক্ত লেগে আছে। কিছু অংশে রেজার না লাগায় দাঁড়ি লেগে আছে। তার মনে হতে লাগল সে যেন এরই মধ্যে দশ বছর বুড়িয়ে গেছে।

তারপর সে উঠে এসে টেবিল থেকে পেপার ওয়েট টা নিয়ে সঝোরে মারল ড্রেসিং টেবিলের আয়নায়। ঝন করে একটা ব্যঙ্গাত্বক শব্দ করে আয়নাটা ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেল। টাইয়ের ফাঁসটা সঝোরে একবার গলায় বসিয়ে দিল আবার ছেড়ে দিল। আবার সঝোরে চেপে ধরল। এবার তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। ধীরে ধীরে ভেতর থেকে যেন একটা ড্রাম বাজার শব্দ সে শুনতে পেল। সর্বশেষ বায়ু যেন শরীরের ভেতর থেকে মাথার দিকে উঠে আসতে লাগল। তার মনে হচ্ছিল কয়েক মুহুর্তেই মাথাটা ঠাস করে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। চোখদুটো গোলাকার হয়ে যেন মুর্হুতেই বেরিয়ে আসবে মনিদুটো। ঠোট দুটো হা হয়ে জিহ্বাটা ক্লান্ত কুকুরের জীভের মত বেরিয়ে আসতে লাগল। একটা শীলান্ধকার বল যেন প্রচন্ড বেগে নেমে আসছে আঘাত করতে তার মাথায়। সে তাড়াতাড়ি ফাঁসটা আলগা করে দিল আর একটা ব্যার্থতার হতাশা নিয়ে বসে পড়ল। দু'চোখের চারিদিকে কে যেন ইস্পাতের কাঠি দিয়ে খোঁচা মেরে মেরে রক্তাক্ত করছে এমন অনুভুতি হল। শরীরের সমস্ত অণুপরমানুগুলো যেন অস্তিত্বের আর্তনাদে লুটিয়ে পড়ল নিজস্ব মুলে। ছেলেবেলাকার কোনো শুভ্র সকালে শুনা প্রশান্তি ময় ধর্মীয় গ্রন্থের আবৃত্তি মনে পড়ল। কোন এক দেবদূতের সাবলীল কন্ঠে যার স্পর্শ পেয়ে অণুপরমানুগুলোর ভেতর অস্থিত্বের স্পন্দন বয়ে গেল যেন। আবার তা হারিয়েও গেল। সে মনে মনে বলল

- হায় খোদা কে সে, যে আমাকে এই ইশ্বর পরিত্যক্ত গুহা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে এক প্রশান্তির উষর স্নিগ্ধ জোৎস্নার দিকে। সে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল, বইয়ের আলমারির দিকে ছুটে গেল, সেখানে কোনো ভাবগ্রন্থের আশায়। বইগুলো সে আলমারি থেকে টান মেরে মেঝেতে ছড়িয়ে দিতে লাগল। সে অসহায় ভাবে বইগুলোর দিকে তাকাতে লাগল, আর সে দেখতে পেল বইগুলোর মলাটে নানা যৌন উদ্দীপনাময় ভঙ্গিতে নগ্ন অথবা অর্ধনগ্ন সুন্দরীরা হাস্যেজ্জল। সে তাড়াতাড়ি কম্পিউটারের দিকে ছুটে গেল একের পর এক সে মাউসে চাপ দিতে লাগল। সবখানে ভেসে উঠতে লাগল অসংখ্য কামোত্তেজক নারীরা। তার মনে হতে লাগল সে একটা স্থুল বরফখন্ড হয়ে গেছে। যেটা সম্পুর্ন না গলা পযর্ন্ত তার শান্তি নেই। সে চেয়ারটা তুলে সজোরে মারল কম্পিউটারের পর্দায়, আবার দ্বীতিয়বার মারল। সেটা ভেঙ্গে গেলে সে কাঁদতে লাগল। তার মনে হল তার আর কোনো নিয়ন্ত্রন নেই নিজের ওপর। কোনো অস্তিত্ব নেই নিজের সে যেন কোনো কালো শক্তির পুতুল। ততক্ষনে তার অভ্যন্তর পুরোটাই দখল করে ফেলেছে অন্যকোনো শক্তি। অজস্র পরিচিত নিকটজনের মুখ মনে পড়তে লাগল। যেন মুখগুলো তাকে ভর্ৎসনা করছিল। মোমবাতিটা জ্বলে জ্বলে গলে যাচ্ছে। তার মনে হলো এই অসীম যন্ত্রনার মুক্তি একমাত্র আত্মহত্যার আনন্দে নিহিত। এটা ভাবার সাথে সাথে অদ্ভুদ এক প্রশান্তি তার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। তার মনে হল মুক্তির এক আলোকিত নিশানা এখন তার হাতে। সে খুব সুস্থ মস্তিস্কে ছড়ানো ছিটানো বইগুলো এক জায়গায় স্তুপ করলো তার বিছানা বালিশ সব বইগুলোর ওপর ফেলল। খুঁজে খুঁজে কিচেনে একটা কেরোসিনের বোতল পেল। বই বিছানার স্তুপগুলোর ওপর বোতলের প্রায় কেরোসিন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঢেলে দিল। বাকী টুকু নিজের শরীরের ওপর ঢেলে দিল। তারপর প্রায় নিভন্ত মোমবাতিটা ছুয়াঁতেই ধপ করে স্তুপটা জ্বলে উঠল আর স্তুপটার উপরে সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। মোমবাতিটা একপাশে নিভে যেতেই আগুনটা তার পা থেকে হাঁটু থেকে লাফ দিয়ে মাথায় উঠে গেল আর সে লম্পটের মত হেসে উঠল। তার হাসিটা আগামী অন্ধকারের ঘেরে ঢুকতে পারেনি বিধায় বাইরে তখন ধীরে ধীরে অন্ধকার গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল।